

॥ ৩০৫ ॥

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি
কলিকাতা

১৯৩৫

মহাশয়

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

১৯৩৫

॥ ৩০৫ ॥

বাইবেলের উপর সম্প্রমাণ ৩১টি প্রশ্ন

লেখক :

ড० শ্রীরাম আর্থ

অনুবাদক :

ড० উদয় বিদ্যালঙ্কার

প্রকাশক :-

বঙ্গীয় আর্থ প্রতিনিধি সভা

মহর্ষি দয়ানন্দ ভবন

৪২ শঙ্কর ঘোষ লেন, কোলকাতা - ৭০০ ০০৬

ফোন-০৩৩-২২৪১ ৪৫৮৩

প্রকাশক :

শ্রী দীনদয়াল গুপ্ত (মহামন্ত্রী)

বঙ্গীয় আর্থ প্রতিনিধি সভা

মহর্ষি দয়ানন্দ ভবন

৪২, শঙ্কর ঘোষ লেন

কোলকাতা - ৭০০ ০০৬

হিন্দী তৃতীয় সংস্করণের বঙ্গানুবাদ

প্রথম সংস্করণ : ২০১২, সংখ্যা ৫০০০

সম্পাদক এবং অনুবাদক :

উদয় বিদ্যালংকার

মূল্য : ১০ টাকা

বিশেষ জ্ঞানকারী হেতু সম্পর্ক সূত্র :-

www.aghiveer.com, www.satyagni.com, www.aryasamajonline.com

লেখকের কলম থেকে ১

আমরা এই বইটিতে বাইবেলের কিছু-কিছু উদ্ধরণকে উল্লেখ করব। যে যদি কোন খ্রীষ্টান পণ্ডিতের সাহস থেকে থাকে হলে এই প্রণালীকে মিথ্যা প্রমাণিত করে উত্তর দিন।

বাইবেলাখ্যাওলিকে গুনিয়ে, গুনিয়ে খ্রীষ্টান মিশনারীর খ্রীণগণ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাধারণ সহজ সরল মানুষকে নিরন্তর বানিয়ে এসেছেন। এই বাইবেলের আসল রূপ এই ছোট্ট ছোট্ট কাটির মধ্যে দেখতে পাবেন।

বাজারে খ্রীষ্ট মতাবলম্বীদের ওপর বিবেচনাস্তব্ধত অনেক গ্রন্থ ধতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমার দ্বারা রচিত বাইবেল দর্পণ (দী) অবশ্যই পড়িবেন। সেখানে সমগ্র বাইবেলের সমীক্ষামূলক কোণ উল্লেখ করা হয়েছে। আজ পর্যন্ত কোন খ্রীষ্টান বন্ধু এই কোণের সমুচিত উত্তর দেওয়ার সাহস করতে পারেন নি।

আমরা অনেকবার তাহাদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলোচনা করার চেষ্টা করেছি কিন্তু কেউই আমাদের সম্মুখে আসার সাহস করেনি, কেননা তাহাদের ধর্মগ্রন্থে মাথা-মুণ্ডহীন ও এলোমেলোভাবে খ্যা বর্ণিত আছে।

অতীতে আমাদের পূর্বজা ও শাস্ত্রার্থ মহারথীগণ খ্রীষ্ট মতের ঘোষীদের সঙ্গে অনেক বাদ-বিবাদ করেছেন, যার বিস্তৃত বিবেচনা যি কে ভট পদ (হিন্দী) নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থটি অমরী প্রকাশন বিভাগ-গাজিয়াবাদ দ্বারা প্রকাশিত।

আর্থ জগতে প্রসিদ্ধ শাস্ত্রার্থ মহারথী শ্রী অমর স্বামীর অধিক প্রেম ও গবেষণালব্ধ বিষয় অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও উপযোগী। এই গ্রন্থকে পরম্পরায় মেনে এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন।

আমি মনে করছি-যে এই বইটিকে পড়লেই সাধারণ মানুষ মানবের কলনাপ্রসূতজালাকে বুঝতে পেরে উপকৃত হবেন।

দিক ধর্মের সেবক

চার্য ড॰ শ্রী রাম আর্থ কাসগঞ্জ-অলীগড়

।। বাইবেলের উপর সপ্রমাণ ৩১টি প্রশ্ন ।।

প্রশ্ন নং-১- যে ভগবান নিজ ভনের অনুতাপ করেন, তিনি পরবর্তীতে ভুল করিবেন না, ইহার গ্যারান্টি কো? তাহা ন্যায়-বিচারের উপর কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে?

প্রশ্ন নং-২- যে ভগবান নিজ বাক্যের উপর স্থির থাকিবেন না, তাহার প্রদত্ত আশ্বাস ও আইন-কানুনের উপর বিশ্বাস করিলে আমরা প্রত্যাশিত হইব না। ইহার গ্যারান্টি কো?

প্রশ্ন নং-৩, বাইবেল অনুসারে যখন ঈশ্বর অনেক, তাহাইলে খ্রীষ্টানগণ কোন ঈশ্বরকে স্বীকার করেন? তাহার রূপ ও পরিচয় কো?

প্রশ্ন নং-৪, ঈশা কোন ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র? ঈশা ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র ছিল তাহার প্রমাণ কো? কেন মরিয়ম কখনও বলেনি যে ঈশ্বর দ্বারা স্থাপিত গর্ভ তাহার পেটে ছিল এবং ঈশ্বরও স্বয়ং মরিয়মকে গর্ভের কথা বলেনি।

প্রশ্ন নং-৫, খ্রীষ্টানমতে পিতা-পুত্রী বিবাহ করিতে পারে, ইহা কি বাইবেল বিরুদ্ধ নহে?

প্রশ্ন নং-৬, নক্ষত্র পৃথিবী হইতে দ্বিগুণ বৃহৎ ইহা বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত, তাহা হইলে নক্ষত্রাদিগের ডুমুর ফলে মতো পতিত হওয়া কি প্রমাণিত করে না, যে বাইবেল রচয়িতা অধ্যয়নহীন ব্যক্তি ছিলেন।

প্রশ্ন নং-৭, এক কুণ্ড মদের স্রোতে কয়েক গজ উচু, শব্দ ক্রোশ পর্যন্ত প্রবাহিত হওয়া অলীক গল্প কেন স্বীকার করা হইবে? এই কথাকে কি তর্ক অথবা প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত

করা যায় না।

প্রশ্ন নং-৮, গর্ভবতী মাতার উদরে দুই জন শিশুর মল্লযুদ্ধকে কি বাইবেলের মধ্যে অলীক গল্প মানা যায় না?

প্রশ্ন নং-৯, ইহা কিরূপে সম্ভব, যে গর্ভস্থ বালক গর্ভাশয় হইতে হাত বাহির করিয়া রক্ষা-সূত্র বন্ধন করাইয়া পুনরায় হাত গর্ভাশয়ে টানিয়া লয়। ইহা বাইবেলস্থিত অসার গল্প কেন মানা হইবে? কেননা, গর্ভস্থ বালকের মধ্যে এতটুকু চেতনতা ও শক্তি সম্ভবপর নহে।

প্রশ্ন নং-১০, খ্রীষ্টান ঈশ্বর যখন মনুষ্য সৈন্যের সহযোগিতা লইয়াও বিপক্ষ সৈন্যের কাছে পরাজিত হইয়া গেলেন এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারিলেন না, তাহা হইলে কিরূপে এমন ঈশ্বরের সর্বশক্তিমানতাকে প্রমাণিত করা যাইতে পারে?

প্রশ্ন নং-১১, খ্রীষ্টান ঈশ্বরের কাছে কুড়ি কোটি অশ্বারোহী সৈন্য কাহার সহিত লড়াই তথা কাহার হইতে স্বীয় রক্ষা হেতু থাকে?

প্রশ্ন নং-১২, ঈশ্বরের নিকটে ১২ পল্টনের বেশী সৈনিকের বার্ষিক ব্যয় কত হয়? ঐ সকল সৈন্যাদিগের কমান্ডার কে? এই সকল সৈন্যগণ কি কখনও লড়াইয়ে গেছিলেন বা একই স্থানে থাকিয়া, থাকিয়া নিষ্কর্মার মতো খাইয়া থাকিতেন? ইহার বিবরণ বাইবেল হইতে প্রস্তুত করিবেন?

প্রশ্ন নং-১৩, ভগবান যখন ইয়াকুবের সহিত সম্পূর্ণ রাত্রিতে মল্লযুদ্ধের লড়াইয়ে জয়ী হইতে পারেননি, তাহা হইলে এইরূপ দুর্বল ঈশ্বরের অনুগামীগণ বড়, বড় যুদ্ধে সাহায্যের আশা কিরূপে করিতে পারেন?

প্রশ্ন নং-১৪, পয়গম্বর লুত দ্বারা স্বীয়পুত্রীদিগের সহিত কৃত ঘোর ব্যভিচারকে বাইবেলে কোথাও পাপ স্বীকার করা হয়নি কেন এবং উহাকে কোথাও দিষ্কার জানানো হয়নি কেন ?

প্রশ্ন নং- ১৫, ভগবান্ নখন পরিশ্রম করিয়া শান্ত হইয়া পড়িলেন এবং বিশ্রাম করিয়া শান্ত হইয়া গেলেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কিরূপে সর্বশক্তিমান্ স্বীকার করা যাইতে পারে ?

প্রশ্ন নং- ১৬, যে ভগবান্ স্মরণ-রক্ষা হেতু ডায়েরী বা রেজিস্টারে লিখিয়া রাখেন, তাঁহাকে সর্বজ্ঞ কিরূপে বলা যাইতে পারে ?

প্রশ্ন নং-১৭, যিনি এতটুকুও পদার্থবিদ্যাও জানিতেন না যে, পীতল পাথর হইতে প্রস্তুত হয় বা তাম্র-দস্তার মিশ্রণে প্রস্তুত হয়, তাঁহার রচিত গ্রন্থকে ধর্মগ্রন্থ বলিয়া কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে ?

প্রশ্ন নং-১৮, যে ধর্ম গ্রন্থের রচয়িতা এতটুকু ভূগোল জানিতেন না, যে পৃথিবী বিশ্ব স্তম্ভের উপর স্থিত আছে না আকর্ষণানুকর্ষণের আধারে পরমেশ্বরের তাহাকে ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহার রচিত গ্রন্থকে কিরূপে প্রামাণিক স্বীকার করা যাইতে পারে ?

যেগ্রন্থে এইরূপ মাথা-মুণ্ডহীন কথা বলা হইয়াছে তাহাকে যদি অসার গ্রন্থ বলা হয়, তবে কোনরকম ভুল হইবে না ?

প্রশ্ন নং-১৯, শাউলের রাজ্যাভিষেক পশ্চাতে অনুতাপ করা খ্রীষ্টান ভগবানের অনুভবহীনতা ও সর্বজ্ঞতার উন্মুক্ত উপহাস কি নহে ?

প্রশ্ন নং- ২০, খ্রীষ্টান ভগবান্ খোলা ময়দানে পৃথিবীতে

থাকিবার সময় চোর-ডাকাত হইতে কি ভয় পাইতেন, যে তিনি উপায়রহিত গৃহহীন হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেন ?

প্রশ্ন নং- ২১, খ্রীষ্টান ভগবানের যখন অনেক পুত্র ছিল, তবে তাঁহার পত্নী কতজন ছিলেন ? ঐ সকল পুত্রগণ কি অবিবাহিত ছিলেন বা পরে কখনও বিবাহ হইয়াছিল ? বলুন তো ভগবানের পরিবার কত বড় ছিল ?

প্রশ্ন নং-২২, মেদ ভক্ষণ করিতে-করিতে যখন ভগবানের উদর পূর্তি হইয়া গেল, পশ্চাতেও যাহারা তাঁহাকে মেদ ভক্ষণ করাইতেছিলেন, তাহা হজম হেতু ভগবান্ কি কোন চূর্ণ অথবা ঔষধি সেবন করিয়াছিলেন বা কোন আসন লাগাইয়া পাচন শক্তিকে ঠিক করিয়াছিলেন ?

প্রশ্ন নং- ২৩, যে ভগবান্ স্বীয় শত্রু হইতে বিরক্ত থাকে, তাহাদিগের সহিত লড়াই করিয়া প্রতিশোধ লইয়া থাকে, তাঁহাকেও কি ভগবান্ স্বীকার করা যাইতে পারে ? ঈর্ষা, ক্ষেম, ধারণ করা কি ভগবানের গুণ বা তাহাতে দোষ ?

প্রশ্ন নং-২৪, ভগবান্ যুদ্ধ হেতু যখন স্বর্গ হইতে অবতরণ করেন, পশ্চাতে যুদ্ধসমাপ্ত হইলে পুনরায় স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করেন, তাহা হইলে তিনি সর্বব্যাপক হইতে পারেন না । এতটুকুও সামর্থ্য কি ভগবানের নাই যে স্বর্গে বসিয়া-স্বীয় সৈন্য দ্বারা মর্ত্যের আপন শত্রুর উপর বিজয় প্রাপ্ত করিতে পারেন ? তিনি কেমন ভগবান্, যাহাকে স্বয়ং উৎপন্ন করা, লোকদিগের সহিত যুদ্ধ হেতু আগমন করিতে হইত এবং তাহাদের নিকটেও পরাজিত হইতেন ?

প্রশ্ন নং-২৫, ভগবান্ মেদ ভক্ষণ ও লব্ধ পানরূপী বস্তুদের ভক্ষণ কেন করিতেন ? ফল, মেওয়া, ঘৃত, দুগ্ধ প্রভৃতিকে পছন্দ কেন করিতেন না ? ইহা ভক্ষণ করিলে কি তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িতেন ?

প্রশ্ন নং-২৬, ভগবান্ ইস্রায়েলীদিগকে মল দ্বারা কুটি পাকাইয়া ভক্ষণ করিবার মত নোংরা আদেশ কেন দিয়েছিলেন ?

প্রশ্ন নং-২৭, ভগবান্ দ্বারবদ্ধ গৃহে অর্থাৎ বোহেশতে(স্বর্গে) থাকেন কেন ? মর্ত্যের লোক স্বর্গে পৌছিয়া ভগবান্কে বধ না করেন এই ভয়েই থাকেন । জানিয়া আসুন ! যে আমেরিকা ও রাশিয়ার রকেট কোথাও ভগবানের গৃহ ধ্বংস তো করেনি ?

প্রশ্ন নং-২৮, ভগবান্ লোকেদের বিক্রান্ত সামগ্রী গ্রহণ করিতেন । এমতাবস্থায় নির্ণয় হেতু ন্যায়াদীশ তথা ভগবানের পক্ষ হইতে ওকালতি হেতু উকিল কে ছিলেন ?

প্রশ্ন নং- ২৯, ভগবানের ক্রোধিত হওয়া, দুর্বল মস্তিষ্কের রোগী প্রমাণিত হয় । ভগবানের এই অসুস্থতাজনিত রোগ দূর করিবার কি কোন প্রণালী আছে, বাহাদূর করা যাইতে পারে ?

প্রশ্ন নং-৩০, মদ্যপান(দ্রাক্ষা মধু) হইতে যখন বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে ভগবান্ ও মসীহ লোকদিগকে মদ্য পান করাইয়া নষ্ট কেন করিতেছিলেন এবং মসীহ স্বয়ং মদ্যপান কেন করিতেন ? লোকেদের ক্ষতি করিবার জন্যে তিনি কি দোষী ছিলেন না ?

প্রশ্ন নং-৩১, অপরকে গালমন্দ করা সংসারে পাপ বলিয়া

স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ঈশা স্বীয় জন্মের পূর্বে জন্ম নেওয়া মহাপুরুষগণকে(পয়গম্বরগণ) চোর, ডাকাত বলিয়া গালী দিতেন কেন ? ইহা হইতে কি ঈশার দোষ প্রমাণিত হয় না ?

দ্রষ্টব্য- পরবর্তী পৃষ্ঠায় উপরিউক্ত ৩১টি প্রশ্নের সমীক্ষা পাইবেন, যাহা মূল পাঠ সহিত উদ্ধৃত করা হইয়াছে ।

।। প্রশ্ন সম্বন্ধিত বাইবেলের মূলমূল এবং তাহার সমীক্ষা ।।

দ্রষ্টব্য- এই ৩১টি প্রশ্ন যাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার বর্ণন বাইবেলের যে স্থলে করা হইয়াছে, তাহার স্পষ্টীকরণ পরবর্তী পৃষ্ঠায় ক্রমানুসারে দেখিয়া লইবেন । খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর আমাদিগকে অবশ্যই পাঠাইবেন ।

যে কোন গ্রন্থে বুদ্ধি-বিজ্ঞান এবং ইতিহাসের বিপরীতে ভ্রান্ত কথার উল্লেখ থাকিলে সেই গ্রন্থের সত্যতা ও ধর্মগ্রন্থরূপে প্রদত্ত মান্যতা বতঃ সমান্ত হইয়া যায় । বাহ্যিক সকল কথা তार्কিক ও সত্য হয় এবং জগতের উন্নতি হেতু সঠিক মার্গদর্শন করে, তাহাকেই ধর্মগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে । খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থ “বাইবেল”কে এই মাপদণ্ডে পরীক্ষা করিলে সঠিক পাওয়া যায় না ।

আমরা যখন দেখি যে খ্রীষ্টান মিশনারী স্বীয় গ্রন্থ বাইবেলের প্রচার হিন্দু সমাজে ব্যাপকরূপে করিয়া থাকেন এবং তাহা দ্বারা হিন্দুদের খ্রীষ্টান বানানোর চেষ্টা করেন । এমতাবস্থায় বাইবেলের ঐ সকল স্থানগুলিকে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা আমাদের কর্তব্য, যাহার কারণে বাইবেলকে ধর্মগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না । এজন্যই বাইবেলকে বিশ্বাস করিয়া সেই অনুসারে আচরণ করা উচিত নহে ।

বাইবেলের মধ্যে আপত্তিজনক বচনকে দূর করিয়া গ্রন্থকে ধর্মনিুসারে সংশোধন খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের করা উচিত।

যেন তাহার মধ্যে স্থিত অগণিত দোষ দূর হইয়া যায়।

১-ভগবান্ স্বীয় ভুলের অনুতাপ করেন,

দেখুন। বাইবেলে লিখিত আছে-

"আবার যহোবা(খ্রীষ্টান ভগবান্) পৃথিবীতে মানব নির্মাণ করিয়া অনুতাপ করিয়াছেন, এবং মনে-মনে দুঃখী হইয়াছেন।"

বাইবেল উৎপত্তি-৬/৬

পরবর্তীতে দেখুন-"নূহ তখন যহোবা হেতু বেদী নির্মাণ করিয়া তাহার উপর সকল পবিত্র পশু ও পক্ষীর মধ্যে কিছু কিছু লইয়া বেদীতে হোম বলি করিয়া দিলেন। ১২০।।

পশ্চাতে যহোবা সুখপ্রদায়ক সুগন্ধ পাইয়া বিচার করিলেন যে, মানব হেতু আবার কখনও অভিশাপ প্রদান করিব না.....এখন আমি সকল প্রকার জীবদের যেভাবে মারিয়াছি, সেইভাবে আবার কখনও মারিব না"। ১২১।।

-বাইবেল উৎপত্তি-৮

সমীক্ষা-প্রথমে ভুল করিয়া পশ্চাতে অনুতাপ করা, মনে-মনে অত্যন্ত দুঃখী হইয়া এবং ভুল করিয়া পুনরায় না করিবার প্রতিজ্ঞা ধারণ করিয়া, দক্ষ মাংস ও মেদের দুর্গন্ধকে সুগন্ধ মনে করিয়া প্রসন্ন হওয়া ব্যক্তি কি কখনও ঈশ্বর হইতে পারেন?

ভুল করা, উচিত কথাকে না বোঝা, অনুতাপ করা ও দুঃখী হওয়া ঈশ্বরকে বাস্তবে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ভুল কাজ করা এবং অনুতাপ করা অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের কথা।

২-ভগবান্ স্বীয় প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া গেলেন-

"বাইবেল শমুয়েলে" লিখিত আছে যে, খ্রীষ্টান ভগবান্ আদেশ দিয়াছেন-

"এজন্যই ইত্যায়েল-পরমেশ্বর যহোবার বাণী যে, আমি বলিয়াছিলাম যে তোমার পরিবারও তোমার বংশধরের পরিবার মম সম্মুখে উপস্থিত হইবে, কিন্তু এখন যহোবার বাণী হইল যে, এই কথা আমা হইতে দূর হউক, কেননা যাহারা আমাকে আদর করিয়া থাকেন, আমি তাহাদের আদর করিব এবং যাহারা আমাকে তুচ্ছ বলিয়া ভাবে, তাহাদিগকে ছোট মনে করা হইবে।"। ১৩০।।

"ঐ দিন আসিতেছে যে, আমি তোমার বাহুবল এবং তোমাদের মূল পুরুষের বংশধরের বাহুবলকে এমন ভাবে ভাঙ্গিয়া দিব, যে তোমার বংশে কেহ বৃদ্ধ হইতে পারিবে না"। ১৩১।।

সমীক্ষা- ভগবান্ একবার মনুষ্যদেরকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত জীবিত থাকিবার আশীর্বাদ প্রদান করিয়াছিলেন, পরে অসম্ভব হইয়া তাহাদের নষ্ট করিবার প্রতিজ্ঞা ধারণ করিলেন।

এইরকম মিথ্যা বচনধারী, দায়িত্বজ্ঞানহীন ভগবান্কে কেহ বুদ্ধিমান ভগবান্ বলিয়া তাহার উপর বিশ্বাস কিরূপে করিতে পারে? খ্রীষ্টান ভগবান্, যাহার কথাও মিথ্যা, তিনি কখনও মুক্তিদাতা হইতে পারেন না।

৩-খ্রীষ্টান ঈশ্বর এক নহে বরং অনেক-

বাইবেল ভজ্ঞন সংহিতা ৮২ তে লিখিত আছে - "পরমেশ্বরের সত্য পরমেশ্বরই দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ঈশ্বরদের মধ্যে ন্যায় বিচার করেন।"

ঈশ্বর, বাইবেল উৎপত্তি ৩-৩ বলেছেন যে-"মনুষ্য

ভাল-মন্দের জ্ঞান প্রাপ্ত করিয়া আমাদের মধ্যে একজন মানিন্দ হইয়াছেন”।

সমীক্ষা-এখানে স্পষ্ট করা হইয়াছে যে খ্রীষ্টানদিগের শত সহস্র ঈশ্বর আছেন, তাঁহাদিগের সভাও হইয়া থাকে। ইহা বলা হয়নি যে সকল ঈশ্বরের রূপ-চেহেরা, লম্বা-মোটা একই রকম না উহাদের মধ্যে কিছু পার্থক্যও আছে? তথা ঈশ্বরের কার্যের কি কোন রকম রেজিস্টার রাখা আছে?

প্রত্যেক ঈশ্বরকে মাসিক চাঁদাধ্বরূপ কি-কি প্রদান করিতে হয়? এবং ভারতীয় পাদরী কি সেই সভার সদস্য হইতে পারিবেন কি না? ইহা আফসোসের বিষয় যে বেচারী খ্রীষ্টানদের ঈশ্বরও এক নহে।

একটি কথা আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাইবেল যাহাকে খ্রীষ্টান ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র “যোহন্না ৩”-এ বলিয়াছেন-তিনি এই হাজার, হাজার ঈশ্বরদিগের মধ্যে কোন ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন?

৪ - ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র “ঈশা”

বাইবেল যোহন্না- ৩ এ লিখিত আছে - “কেননা পরমেশ্বর জগতের সহিত এতই প্রেম করিয়াছিলেন যে তিনি একমাত্র স্বীয় পুত্র (ঈশা মসীহ)কে প্রদান করিয়াছিলেন, যেন বাহারা তাঁহার উপর বিশ্বাস করিয়াছেন, তাহারা নাশ হইয়া অনন্ত জীবন পাইয়া থাকেন।” ১। ১৬।

সমীক্ষা-পরমেশ্বরের সমস্ত প্রজাগণই তাঁহার পুত্র-পুত্রী। কেবল মসীহকেই পরমেশ্বরের একমাত্র পুত্র বলা পরমেশ্বরকে অপমান করা হয়।

যদি খ্রীষ্টান ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র সন্তান জন্ম

হইয়াছিল, তাহা হইলে সেই পুত্রের মী মরিয়মকে উক্ত ঈশ্বরের বিশেষ পক্ষীকূপে স্বীকার করিতে হইবে এবং মরিয়মের ভ্রাতা ঈশ্বরের বিশেষ শ্যালক হইবে, তাহার মী-বাবা কে বিশেষ শাশুড়ী ও স্বশুররূপে স্বীকার করিতে হইবে।

তখন তো খ্রীষ্টান ভগবানের কুটুম্বিতা অনেক বড় হইয়া যাইবে। আবার ভগবান- পক্ষীর যখন সন্তান হইবে, তখন এই সন্তানদিগের মাতা-পিতা অবশ্যই হইবেন? জানিনা, এই খ্রীষ্টানদিগের বুদ্ধি কিরূপ হইয়াছে যে তাঁহারা পরমেশ্বরকেও বদনাম করিয়াছেন?

প্রশ্ন-সম্পূর্ণ বাইবেলে ঈশার মাতা মরিয়ম কোথাও এই কথা বলেননি যে মসীহ তাঁর গর্ভে আছে, তাহা খ্রীষ্ট ভগবানের মিলনে হইয়াছে, ইহার কোন সাক্ষ্য প্রমাণ বাইবেলে প্রদান করা হয় নাই।

দেখুন, বাইবেল মথি ১-এ লিখিত আছে যে - “মরিয়মকে ফেরেশতা বলিয়াছিলেন যে তোমার উপর পবিত্রাত্মা আসিবে আর তুমি গর্ভবতী হইবে। কিন্তু মরিয়ম তৎক্ষণাৎ ইলিশিবা (জাকারিয়ার পত্নী) র গৃহে চলিয়া গেল। তিন মাস যাবৎ জাকারিয়ার নিকটেই থাকিল। পরে মরিয়মের বিবাহ হইলে বিবাহের পরে তাহার পতি ইউসুফের সহিত সমাগম নিমিত্তে গমন করিলে (ফুলশয্যা হেতু) মরিয়মকে গর্ভবতী দেখিয়া প্রত্যাখ্যানের কথা চিন্তা করিল।”

ফেরেশতার সহিত কথোপকথন ও বিবাহ পশ্চাৎ তিন মাসের মধ্যে এমন কোন প্রমাণ বাইবেলে নাই, যে ভগবান যখন অর্থাৎ পবিত্র আত্মা মরিয়মের উপর আসিল এবং গর্ভবতী করিয়া চলিয়া গেল।

মরিয়মও আপন গর্ভ ভগবান দ্বারা হইয়াছে বলে নি, না আর কোন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য উপলব্ধ রহিয়াছে। হ্যাঁ! সে জাকারিয়ার গৃহে তিন মাস কাল যাবৎ ছিল। সম্ভবতঃ তাহার গৃহেই কোন ভাবে কোন পুরুষের সংযোগে কুমারী মরিয়ম গর্ভবতী হইয়া গেছিল, ইসলামী সাহিত্যে এই গর্ভ হেতু জাকারিয়াকেই দোমী স্বীকার করা হইয়াছে।

বাইবেল মণ্ডিতে দেখুন, লিখিত আছে যে - "স্বপ্নে প্রভুর স্বপ্নদূত মরিয়মের পতি ইউসুফকে বলিয়াছিল যে এই গর্ভ পরমেশ্বরের।"

সমীক্ষা - এই কথা স্বপ্নের গল্পমাত্র, অতএব ইহা কোন প্রকারে স্বীকার্য হইতে পারে না। স্বপ্নের কথাই অলীক গল্প। তাহার কোন মাপ্য - মুণ্ড নাট। ফেরেস্তা যখন মরিয়মের নিকট আসিয়া মুখোমুখি জগৎ বিষয়ে কথা বলিতে পারে, তাহা হইলে মরিয়মের পতির সহিতও কথা বলা এবং গর্ভের বাস্তব সত্যকেও বলিতে পারিত। স্বপ্নের গল্প কথার আধারে ইশাকে ভগবানের একমাত্র পুত্র প্রমাণিত করা যায় না। কুমারী অবস্থায় মরিয়মের গর্ভকে অবৈধগর্ভ মানিয়া ইউসুফ তাহার সহিত পতি - পরীর কোন সম্বন্ধ রাখে নাই, এ জনাই মরিয়মের কুমারী অবস্থায় গর্ভের পরে পুনরায় কোন সন্তান জন্ম হয় নাই, অতএব মরিয়মের একমাত্র পুত্রকে ভগবানের একমাত্র পুত্র বলা খ্রীষ্টান - বাইবেলের কখন মিথ্যা হইয়া যায়। ইহা হইতে তাহাদের ভগবানও বদনাম হইয়া যায়।

৫ - খ্রীষ্টমতে পিতা - পুত্রীর বিবাহ বৈধ।

বাইবেল ১ করিন্থিয় ৭ - এ লিখিত আছে - "আমি

কুমারীর অধিকার হনন করিতেছি, তাহার যৌবন চলিয়া যাইতেছে, আর প্রয়োজনও হয়, তাহা হইলে যেরূপ ইচ্ছা হইবে সেইরূপ করিবে, উহা পাপ নহে যেন তাহাদের বিবাহ হয়। ১৩৭।।

ইংরেজীতে "Let them Marry" অর্থাৎ ঐ পিতা - পুত্রীদিগের বিবাহ হইয়া যাইবে অথবা তাহারা বিবাহ করিয়া লইবে। - এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে।

সমীক্ষা - এই বিষয়ে লিখিবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই বিচার করিতে পারিবেন যে, যে মতের মধ্যে এইরূপ কথাকে বৈধ বলিয়া স্বীকার করা হয় সেই সম্প্রদায় কিরূপ হইতে পারে?

বাইবেল উৎপত্তি পর্ব ১৯ - এ লিখিত আছে যে - খ্রীষ্টান পয়গম্বর লুতকে তাহার দুইজন খনিষ্ঠ পুত্রী তাহাকে বন বাওয়াইয়া ব্যভিচার করিয়া দুইপুত্র সন্তানকে জন্ম দিয়াছিলেন, তাহা হইতে দুইটি বংশ শুরু হইয়াছিল।।

দ্বিতীয় - এইটি বিষয়টি ১৪ নং প্রশ্নে বিস্তৃত উত্তর দেওয়া হইয়াছে, পাঠকগণ সেই স্থলে দেখিয়া লইবেন।

৬ - আকাশ হইতে নক্ষত্র পৃথিবীতে পতিত হয়

বাইবেল প্রকাশিত বাক্য ৬ - ১৩ - এ লিখিত আছে - আর আকাশের নক্ষত্র এমনভাবে পৃথিবীতে পতিত হইল, যেমন কোন বৃহৎ ঝঞ্জাবাত দ্বারা ডুমুর বৃক্ষ হইতে কাঁচা ফল পতিত হয়।

সমীক্ষা - খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থের রচয়িতা কত বড় শিক্ষিত ছিলেন? - ইহা দ্বারা প্রকটীত হয়। তাহার এতটুকু জ্ঞান ছিলনা যে নক্ষত্রগুলি ডুমুর ফলের মতো না হইয়া এই পৃথিবীর মতো বৃহৎ। তাহারা না পতিত হয় আর না বায়ুতে প্রবাহমান থাকে। যে গ্রন্থের মধ্যে এইরূপ কথা

লিখিত থাকে, বুদ্ধিমান পুরুষ ইহাকে ধর্মগ্রন্থ বলিয়া
কিরূপে স্বীকার করিতে পারে ?

৭ - এক কুণ্ড মদিরা শত ক্রোশ পর্যন্ত প্রবাহিত হইল
বাইবেল প্রকাশিত বাক্য পেরা- ১৪ যা লিখিত আছে - "আর
নগরের বাহিরে রস কুণ্ডে দ্রাক্ষা পিসিয়া মিশ্রণ কর হইল এবং রস
কুণ্ডে এত লব্ধ বাহির হইল যে অশ্বের লাগাম পর্যন্ত পৌঁছিয়া শত
ক্রোশ পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়া গেল।" ১১২০ ৥

সমীক্ষা - দ্রাক্ষাকে পদদলিত করিলে মদিরা প্রস্রুত হন,
কপির নচে আর সেই কপির বা মদিরা এতদ্রুপে প্রবাহিত
হইল যে তুমি হইতে এক গজ উচ্চতর তহাশ শত ক্রোশ
পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। ইহা অসার গল্প খাড়া আর কি ?

৮ - মাতার গর্ভে দুই বালকের ময় যুদ্ধ

বাইবেল উৎপত্তি পর্ব ৩৮ - এ লিখিত আছে - "ইসরকে
পত্নী রীকা গর্ভবতী হইল ১১২১ ৥ তাহার গর্ভে দুই লোক
নিজেদের মধ্যে জড়িয়ে ধরে একে অপরকে মারিতে লাগিল,
তখন রীকা বলিল - যদি আমার দশা এইরূপ হয়, তাহা হইলে
আমি বাঁচিব কিরূপে ? ১১২২ ৥

সমীক্ষা - যমজ বালক মাতার গর্ভাশয়ে একে অপরকে
মারিতে লাগিল। এই কথাটি খ্রীষ্টান ডাক্তারদিগের
অনুসন্ধানের বিষয়। সংকীর্ণ গর্ভাশয়ে কি এত লব্ধা-চৌড়া
ময়দান আছে, যেখানে মারা-মারি ও মল্লযুদ্ধ সম্ভব হইতে
পারে আর গর্ভের অভ্যন্তরে মুর্ছিত শিশুর শরীরে এত
বুদ্ধি ও বল থাকে যে পরস্পরে লড়াই করিতে পারে ?
এইরূপ আশ্রয় হীন কথা বাইবেলকে ভীতিকর গল্পের
ভাণ্ডার প্রমাণিত করে।

৯ গর্ভস্থ বালক স্বীয় হস্তে রক্ষা-সূত্র বন্ধন করিয়াছেন

বাইবেল উৎপত্তি পর্ব ৩৮ - এ লিখিত আছে - "তাহার নিজ
খশুরের সহিত ব্যভিচার করিয়া গর্ভধারণ করিয়াছিল। তাহার
গর্ভে দুইটি বালক ছিল। সে যখন বালকদিগকে জন্ম দিতে
লাগিল তখন একজন বালক নিজ হাত বাহির করিয়া খাইমা
দ্বারা লাল ডোর বাধিয়াছিল, এই লাল সূতো খাইমা এই বলিয়া
বাধিয়া দিল যে- এই প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছে ১১২৮ ৥

আবার, যখন সে হাত ওটাইয়া নিল তখন, তাহার ডাই
উৎপন্ন হইল। খাইমা তখন তাহাকে বলিল - তুমি জোরপূর্বক
বাহিরে আসিলে কেন।" ১১২৯ ৥

সমীক্ষা - গর্ভের অভ্যন্তর হইতে হাত বাহির করিয়া ডোর
বাধাইয়া পুনরায় ভিতরে টানিয়া লওয়া, ইহা এমনই মাথা
- মুণ্ডহীন অসার গল্প, যাহাকে কোন বিচারবান ব্যক্তি
বিশ্বাস করিতে পারেন না, কিন্তু খ্রীষ্টানদিগের কথা অন্য।
যদি তাহারা বুদ্ধিপূর্বক কার্য করিত, তাহা হইলে
তাহাদেরও বিশ্বাস বাইবেলের উপর হইতে উঠিয়া
গাইত, ইহা নিশ্চিত।

১০ - খ্রীষ্টান ভগবান যুদ্ধে পরাজিত হইয়া গেল

বাইবেল ন্যায়্যো ১ - ১৯ এ লিখিত আছে - "আর
যহোবা (যুদ্ধে) যসূদার সহিত ছিল এজন্যই সে পর্বতীয়
অধিবাসীদের বাহির করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তরাই অঞ্চলের
লোকদের কাছে লৌহরথ থাকায় তাহাদেরকে বাহির করিতে
সমর্থ হন নাই।"

সমীক্ষা - ভগবানের পূর্ণ সহযোগিতা থাকা সত্ত্বেও তরাই
অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে যহোবা পরাজিত হইয়া
গেল। অতঃএব ইহা প্রমাণিত হইল যে তরাই অঞ্চলের
অধিবাসীগণ ভগবানের থেকেও অধিক শক্তিশালী
ছিলেন।

তাহাদের লৌহরথের সামনে ভগবান ও হার মানিয়াছিলেন। খ্রীষ্টান ভগবান কত বড় দুর্বল ব্যক্তি, এই কথন হইতে প্রমাণিত হয়।

১১ - ভগবানের নিকট কুড়ি কোটি অশ্বারোহী সৈন্য আছে বাইবেল প্রকাশিত বাক্য পেরা ১০ এ লিখিত আছে - "খ্রীষ্টান-স্বর্গে যে স্থলে তাহাদের ভগবান নিবাস করেন সে স্থলে অশ্বারোহী সেনার সংখ্যা কুড়ি কোটি ছিল। আমি তাহাদিগের গণনা শুনিয়াছি।" ১১৬।।

ঈশ্বর দর্শনে আমাকে অশ্ব ও এমন কিছু যান দুই হইল, তাহাদিগের ঝিলে অগ্নি, ধূপকাণ্ড ও গন্ধকের মতো ছিল আর সেই সব অশ্বের মস্তক ও লি সিংহ মস্তকের ন্যায় ছিল। ১১৭।।

১২ - ভগবানের নিকট বার (১২) পল্টন সৈনিকেরও অধিক সৈন্য পল্টন আছে

বাইবেল মথি ২৬-৫৩ - এ বলা হইয়াছে যে - "ভগবানের নিকট স্বর্গদূতের বার (১২) এবং তাঁহারও অধিক সৈনিক পল্টন রহিয়াছে।"

সমীক্ষা - ইহাও হইতে পারে যে, ভগবানের নিকট বায়ুসেনা, ট্যাংক, উষ্ট্র এবং হস্তী বাহিনী প্রভৃতি নান প্রকারের সৈন্য স্বর্গের মধ্যে আছে। কিন্তু প্রশ্ন এইখানে যে, এত বড় বিশাল সেনা ভগবান রাখেন কেন? তিনি কি শত্রুভয়ে ভীত অথবা কাহারও উপর আক্রমণ হেতু?

যদি ভগবান ও সৈন্য রাখেন, তাহা হইলে তিনি সামান্য মনুষ্যের ন্যায় ভয়াতুর ও বটে। এখানেও তিনি মনুষ্যদিগের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়া থাকেন। খ্রীষ্টান ভগবানের এ কিরূপ দুর্বলতা?

১৩ - ভগবান মল্লযুদ্ধে পরাজিত হইয়া গেলেন বাইবেল উৎপত্তি প্রকরণ ৩২ এ লিখিত আছে যে -

ভগবান সারা রাত্রিতে ইয়াকুবের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে থাকিলেন, কিন্তু ইয়াকুবকে পরাজিত করিতে পারিলেন না, উভয়েই সমান - সমান থাকিলেন" ১২৪-৩২।।

সমীক্ষা - ইহা হইতে প্রকটিত হয় যে খ্রীষ্টান ভগবান সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় অভ্যস্ত দুর্বল। তিনি ইয়াকুবের নিকটেও পরাজিত হইয়া গেলেন। এইরূপ দুর্বল ভগবানের উপাসনা হইতে কি প্রাপ্ত হইবে?

১৪ - পয়গম্বর লূতের পুত্রী গমন

বাইবেল উৎপত্তি ১৯ এ লিখিত আছে - "পরে লূত ও তাঁহার দুইটি কন্যা সোয়ার হইতে পর্বতে গিয়া তথায় থাকিলেন, কেননা তিনি সোয়ারে বাস করিতে ভয় করিলেন আর তিনি ও তাঁহার সেই দুই কন্যা ওহামখো বসতি করিলেন। ১৩০।।"

পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা কনিষ্ঠাকে কহিল, আমাদের পিতা বৃদ্ধ এবং জগৎ সংসারের ব্যবহারানুসারে আমাদের গতে উপগত হইতে এ দেশে কোন পুরুষ নাই। ১৩১।।

আইস! আমরা পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইয়া তাঁহার সহিত শয়ন করি, এইরূপে পিতার বংশরক্ষা করিব। ১৩২।।

তাহাতে তাহারা সেই রাত্রিতে আপন পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইল, পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা পিতার সহিত শয়ন করিতে গেল, কিন্তু তাহার শয়ন ও উঠিয়া যাওয়া লূত টেরও পাইলেন না? ১৩৩।।

আর পরদিন জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে কহিল, দেখ! গত রাত্রিতে আমি পিতার সহিত শয়ন করিয়াছিলাম; আইস, আমরা অন্য রাত্রিতেও পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাই; পরে তুমি

পুত্র ক হইতে কাটিয়া দিব । ১৩৩ ।

সমীক্ষা - খ্রীষ্টান ডগবান লেখা পড়া করা বায় বাহাদুর । যিনি মনে রাখিবাব ডান গ্রন্থ লিখিয়াও রাখেন, যদ্যক শাস্তি ও পুরস্কার পদান করিবার সময় পুস্তক দেখিয়া প্রদান করা হইতে পারে । ইহা স্বাভাবিক প্রমাণিত হয় যে তাঁহার স্মৃতিশক্তি কত দুর্বল । যদি গ্রন্থ (পঞ্জিকা) লিখিয়া না রাখিতে পারে, তাহা হইলে বিশ্বস্ত হইয়া যায় । কিঞ্চিৎ খ্রীষ্টানদের ডগবান ২ ইহা এই আয়ত হইতে প্রমাণিত হয় । তিনি সামান্য ব্যক্তির মতোই ছিলেন ইহা প্রতীত হইতেছে ।

১৭ - বাইবেলে বিচিত্র পদার্থ বিজ্ঞান

বাইবেলের ইয়োব পর্ব ১৮ এ লিখিত আছে - "লোহ মৃত্তিকা হইতে বাহির করা হয় আর প্রস্তর গলাইয়া পীতল নির্মাণ করা হয় । ১২ ।

সমীক্ষা - পাত্ত বিজ্ঞান সম্বন্ধে বাইবেলে ৮৮ টা ভাণ্ডারিত । পীতল প্রস্তর হইতে নির্মাণ হইয়া এবং তাম্রা ও দস্তা মিশ্রণে পীতল নির্মিত হয় ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে বাইবেলে ক্রটিপূর্ণ নিবাস্য বিনয় লিখিত আছে, যাহা বিশ্বাস যোগ্য নহে ।

১৮ - পৃথিবীর স্তম্ভে জগৎ টিকিয়া আছে

বাইবেল ১ শমুয়েল ২ চ এ লিখিত আছে - "কেন পৃথিবী স্তম্ভে যহোবার আর তিনি তাহার উপর জগৎ রাখিয়াছেন" ।

সমীক্ষা - পৃথিবীর উপর স্তম্ভ বলা এক তাহার উপর অন্য বিশ্বকে টিকাইয়া রাখা ইত্যাদি বিনয় লিখিত থাকে বাইবেলের অসার গল্পমাত্র । এইকপ অসার গল্প যে গ্রন্থ আছে তাহাকে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি কি ধর্মগ্রন্থরূপে স্বীকার করিতে পারে ?

১৯ - ডগবান্ ভবিষ্যতের কথা জানিতেন না

বাইবেল ১- শমুয়েল ১৫ - ৩৫ এ লিখিত আছে - "আর যহোবা (ডগবান্) শৌলকে ইস্রায়েলের রাজ্য বানাইয়া অনুতাপ করিতেছিলেন" ।

সমীক্ষা - খ্রীষ্টান ডগবানের এতটুকু বুদ্ধি ছিলনা যে পুত্রকে কার্যকে সঠিক ভাবে করিতে পারে । বার বার তিনি ক্রটিপূর্ণ কার্য করিতেন, পরে মূঢ় ব্যক্তির ন্যায় স্বীয় ক্রটিতে অনুতাপ করিতেন । খ্রীষ্টান মতাবলম্বীগণ সর্বত্র পবনমুখকে মুখ বানিয়ে দিয়েছেন ।

২০ - গৃহহীন হইয়া ডগবান্ কষ্টে থাকিতেন

বাইবেল ১ - বংশাবলী ১৭ - এ লিখিত আছে - "যহোবা (খ্রীষ্টান ডগবান্) এইকপ বলিতেছিলেন যে আমার নিবাস হেতু তুমি গৃহ নির্মাণ করিতে পারিবে না" । ১৪ ।

বেশনা, যে দিন হইতে ইস্রায়েল নিবাসিদের গ্রিশর হটাত লইয়া আসিয়াছি, আজকের দিনস পর্যন্ত আমি কখনও গৃহে শয়ন করি নাই, পবন এক তাঁবু হইতে অন্য তাঁবুতে আর এক নিবাস হইতে অন্য নিবাসে আবাগমন করিতেছি । ৫ ।

সমীক্ষা - অসহায় ডগবানের এইকপ কষ্টের উপর সকলের ককণা হইবে । অসহায় গৃহহীন হইয়া ডগবান্ হতস্তঃ ঘুরিয়া বেড়াইত ।

এখন কেহ ধনাত্ম খ্রীষ্টান ডগবান্ কে পাকা গৃহ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন কি না জানিনা । যদি নির্মাণ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের পার্থনা এই যে শীঘ্রই তাদের দরিদ্র ডগবানের সাহায্য করিয়া তাঁহার কষ্টকে দূর করিয়া দিবেন, তাহা হইলেই উত্তম হইবে ।

২১ - অনেক পুত্র খ্রীষ্টান ডগবানের ছিল

বাইবেল ইয়োব ১ - ৬এ লিখিত আছে যে, - একদিন যহোবা পরমেশ্বরের পুত্র তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং তাহাদিগের মধ্যে শয়তানও আগমন করিল।

সমীক্ষা - ইহা হইতে প্রকটিত হয় যে খ্রীষ্টান ভগবানের অনেক পুত্র ছিল। যখন পুত্র আছে, তখন পত্নীও হইবে? তাহা হইলে ঈশাকেই ভগবানের একমাত্র পুত্ররূপে আখ্যা দেওয়া গপাষ্টক যাহা যোহন্না ২ - ১৬ তে লিখিত আছে, তাহা সর্বথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

খ্রীষ্টানদিগের মান্যতাও পরস্পর বিরোধী। আমাদের ও বিচার এইরূপ যে সাধারণ মানুষের যখন এক - এক ডজন সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ভগবান কি তাহাদের চেয়েও অধিক দুর্বল ছিলেন? যে তাঁহার কেবল একটিমাত্র পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইয়োব যোহন্নাকে মিথ্যাবলিয়া খ্রীষ্টানদের নিন্যা সিদ্ধান্তের পোষক স্থলিয়া দিয়াছেন।

২২ - ভগবান্ মেদ ভক্ষণ করিতে, করিতে অরুচি বোধ করিলেন

বাইবেল যিশাইয়া ১ - এ লিখিত আছে - " যহোবা (ভগবান্) বলেন যে, তোমাদের অনেক মেস বলি আমার কি কাজে আসিবে? মেসের হোমবলিতে ও পুষ্ট পশুর মেদে আমার আর রুচি নাই; বৃষের কি মেসের, কি ছাগের রক্তে আমার কিছুতেই সন্তোষ নাই। "

সমীক্ষা - ভগবান্ ভক্ষণ করিতে, করিতে অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িলেন, ইহাও হইতে পারে যে অধিক ভক্ষণ করিয়া তাঁহার উদরাময় হইয়া গেল। খ্রীষ্টান ভগবান্ও বিচিত্র ছিলেন, যে তিনি আপেল, কমলালেবু, আম, আপুর, লাড্ডু, বালুশাহী, আমৃতি প্রভৃতিকে পছন্দ করিতেন না? কিন্তু পশুদের গলিত পচা মাংস ও দূর্গন্ধ যুক্ত মেদ ভক্ষণ

করিতেন। তিনি ভগবান্ ছিলেন না রাক্ষস?

২৩ - ভগবান্ শত্রু হইতে প্রতিশোধ নিতেন

বাইবেল যিশাইয়া ১ - ২৪ এ লিখিত আছে - এজন্যই প্রভু সৈন্যদিগের যহোবা (ভগবান্) ইস্রায়েলের শক্তিমানের এই প্রতিজ্ঞা, শোন! আমি আমাদিগের শত্রুকে দূর করিয়া শান্তি পাইব, এবং বৈরীদের হইতে উল্টা প্রতিশোধ লইব।।

সমীক্ষা - ভগবান্ও লোকদের স্বীয় শত্রু বলিয়া মনে করেন এবং তাহাদের হইতে প্রতিশোধ লইবার জন্য অস্থির থাকিতেন।

প্রতিশোধ লইবার পরেই বেচারাকে শান্তি প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে খ্রীষ্টান ভগবান্ হইতে এসকল মানুষ অনেক শ্রেষ্ঠ যাহারা কাহাকেও আপন শত্রু মনে করেন না এবং যাহারা তাঁহার মন্দ করেন তাহাকেও ক্ষমা করিয়া দেন। প্রতিশোধের ভাবনা রাখা দুর্বলতার প্রতীক মাএ।

২৪ - ভগবান্ যুদ্ধ হেতু অবতরণ করিবেন

বাইবেল যিশাইয়া ৩১ - ৪ এ লিখিত আছে - সেনাবাহিনীর সদাপ্রভু যুদ্ধ নিমিত্ত সিয়োন পর্বত ও যেরুশালেমের গিরির উপর অবতরণ করিবেন।

সমীক্ষা - খ্রীষ্টান প্রভুকে মনুষ্যদিগের সহিত যুদ্ধ হেতু আপন গৃহ স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া আসিতে হয়। এইরূপ ব্যক্তিকে বুদ্ধিমান্ প্রভু বলিয়া কে স্বীকার করিবে?

২৫ - ভগবানের ভোজন

মিহিক্কেল ৪৪, বাক্য ১৫ এ লিখিত আছে - যখন ইস্রায়েল - সন্তানগণ আমাকে ছাড়িয়া বিপথে গিয়াছিল, তাহারা আমার পরিচর্যা করণার্থে আমার নিকটগতী আসিবে এবং

আমাকে মেদ ও কৃষির উৎসর্গ করণার্থে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে, পরমেশ্বর যহোবার ইহাই বানী । ১৫ ।

সমীক্ষা - মাংস ভক্ষণ করা ও কৃষির পান করা তো রক্ত পিপাসু পশুবৎ কার্য । ভগবানের ভোজন তো উত্তম দী-
দুগ্ধনির্মিত দ্রব্য ও ফল এবং মেওয়া হওয়া উচিত ছিল ।

মেওয়া খাইয়া কি ভগবানের ক্ষুধা মিটিত না ?
আনন্দদায়ক কথা হইল যে খ্রীষ্টান ভগবানও ভক্ষণ-পান
করিয়া থাকেন এবং তাহাকেও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পীড়িত
হইয়া পড়েন ।

২৬ - ভগবান্ দ্বারা অসভ্য উপহাস করিবার আদেশ
বাইবেল যিহিফেল ৪ এ লিখিত আছে যে যহোব
(ভগবান্) বলিয়াছেন - "আর স্বীয় ভোজন যবের কটি
পাকাইয়া ভক্ষণ করিবে, আর তাহাকে মানুষের বিষ্ঠা
দর্শন করিয়া পাকাইবে ।" ১২ ।

পুনরায় যহোবা বলিলেন যে এইরূপে ইস্রাহেলের সেই
জাতিদের মধ্যে নিজ-নিজ কটি অপবিত্রতা বশতঃ ভক্ষণ
করিবে, যেখানে তাহাদিগকে জবরদস্তি পৌছাইয়া
দিব । ১৩ ।

সমীক্ষা - আমরা মনে করি যে, এইরূপ অসভ্য আদেশ কোন
মতেই সভ্য ব্যক্তি দিতে পারে না । তাহা হইলে ভগবান
এইরূপ অসভ্য উপহাস অথবা এইরূপ আদেশ লোকদের
কিরূপে প্রদান করিলেন ? ইহা বুঝা সম্ভবপর নহে ।

২৭ - ভগবান্ দ্বারবন্ধ গৃহে নিবাস করেন
বাইবেল যিহিফেল ১১ এ লিখিত আছে - "আম্মা তখন
আমাকে উঠাইয়া যহোবা ভবনের পূর্বদ্বারের নিকট যাহার
মুখ পূর্বদিকে, পৌছাইয়া দিল, আর সেস্থলে আমি
দেখিলাম যে দ্বারেই পঁচিশ জন পুরুষ" । ১১ ।

২৪

বাইবেলের উপর সমালোচনামূলক আলোচনা

সমীক্ষা - ভগবানের গৃহে পূর্ব - পশ্চিম - উত্তর - দক্ষিণে
কত দরজা কোন-কোন দিকে আছে জানা যায় না । যাহার
সুরক্ষা পাহারাদারগণ করিয়া থাকেন ।

ভগবান্ দ্বারে সুরক্ষা কর্মী এজন্যই রাখেন যেন কোন
শত্রু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আক্রমণ না করিতে পারে, যদি
এইরূপ কথা ভীতিপ্রদ না হইত, তাহা হইলে ভগবানের
গৃহে দরজা লাগানো ও চৌকিদারের প্রয়োজনই বা কি
ছিল ? এইরূপ ভয়াতুর ব্যক্তিকে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার
করা যায় না ।

২৮ - ভগবান্ মামলাবাজও ছিলেন
বাইবেল যিহিফেল ১৭ এ ভগবান্ বলিলেন যে - "আর
আমি তাহাদের উপর জাল বিস্তার করিয়া দিব এবং তাহারা
আমার জন্যে মর্গসিঁড়ি থাকিবে এবং আমি তাহাদের বাথিলে
পৌছাইয়া তাহাদের উপর বিশ্বাসঘাতের মামলা লড়িব, যাহা
তাহারা করিয়াছে" । ২০ ।

সমীক্ষা - ইহা দ্বারা স্পষ্ট হয় যে ভগবান্ মামলাবাজও
ছিলেন । কিন্তু নির্ণয় প্রদানকর্তা ন্যায়াধীশ তো খ্রীষ্টান
ভগবানের অতিরিক্ত অপর কেহ হইয়া থাকিবেন অথবা
অন্য কোন বড় ভগবান্ ই হইবেন । খ্রীষ্টান ভগবানের
মামলাবাজ হওয়া আনন্দদায়ক কথা ।

২৯ - ভগবান্ ক্রোধীও ছিলেন
বাইবেল যিহিফেল ৫৪ এ লিখিত আছে যে - "কনিকের জন্য
আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু এখন অজস্রদয়ার সহিত
আমি পুনরায় তোমাকে রাখিয়া লইব" । ১৭ ।

ক্রোধে বশীভূত হইয়া আমি কনিকের জন্য তোমা হইতে
মুখ ফিরাইয়াছিলাম, কিন্তু এখন অনন্ত করুণা দ্বারা আমি
তোমার উপদ্রব দূর করিব । তোমার মুক্তি প্রদাতা যহোবার ইহাই
বানী । ১৮ ।

আমাকে মেদ ও রুধির উৎসর্গ করণার্থে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে, পরমেশ্বর যহোবার ইহাই বাণী । ১৫ ।

সমীক্ষা - মাংস ভক্ষণ করা ও রুধির পান করা তো রক্ত পিপাসু পশুবৎ কার্য । ভগবানের ভোজন তো উত্তম খাদ্য, দুগ্ধনির্মিত দুগ্ধ ও ফল এবং মেওয়া হওয়া উচিত ছিল ।

মেওয়া খাইয়া কি ভগবানের ক্ষুধা মিটিত না ? আনন্দদায়ক কথা হইল যে খ্রীষ্টান ভগবান্‌ও ভক্ষণ-পান করিয়া থাকেন এবং তাঁহাকেও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পীড়িত হইয়া পড়েন ।

২৬ - ভগবান্‌ দ্বারা অসভ্য উপহাস করিবার আদেশ

বাইবেল যিহিষ্টেল ৪ এ লিখিত আছে যে যহোবা (ভগবান্‌) বলিয়াছেন - “আর স্বীয় ভোজন যবের কুটি পাকাইয়া ভক্ষণ করিবে, আর তাহাকে মানুষের বিষ্ট দর্শন করিয়া পাকাইবে ।” । ১২ ।

পুনরায় যহোবা বলিলেন যে এইরূপে ইস্রাহেলের সেই জাতিদের মধ্যে নিজ - নিজ কুটি অপবিত্রতা বশতঃ ভক্ষণ করিবে, যেখানে তাহাদিগকে জবরদস্তি পৌছাইয়া দিব । ১৩ ।

সমীক্ষা - আমরা মনে করি যে, এইরূপ অসভ্য আদেশ কোন মতেই সভ্য ব্যক্তি দিতে পারে না । তাহা হইলে ভগবান্‌ এইরূপ অসভ্য উপহাস অথবা এইরূপ আদেশ লোকেদের কিরূপে প্রদান করিলেন ? ইহা বুঝা সম্ভবপর নহে ।

২৭ - ভগবান্‌ দ্বারবন্ধ গৃহে নিবাস করেন

বাইবেল যিহিষ্টেল ১১ এ লিখিত আছে - “আত্মা তখন আমাকে উঠাইয়া যহোবা ভবনের পূর্বাধারের নিকট যাহার মুখ পূর্বদিকে, পৌছাইয়া দিল, আর সেস্থলে আমি দেখিলাম যে দ্বারেই পঁচিশ জন পুরুষ ” । ১ ।

২৪

বাইবেলের উপর সম্মান ৩১টি প্রশ্ন

সমীক্ষা - ভগবানের গৃহে পূর্ব - পশ্চিম - উত্তর - দক্ষিণে কত দরজা কোন - কোন দিকে আছে জানা যায় না । যাহার সুরক্ষা পাহারাদারগণ করিয়া থাকেন ।

ভগবান্‌ দ্বারে সুরক্ষা কর্মী এজন্যই রাখেন যেন কোন শত্রু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আক্রমণ না করিতে পারে, যদি এইরূপ কথা ভীতিপ্রদ না হইত, তাহা হইলে ভগবানের গৃহে দরজা লাগানো ও চৌকিদারের প্রয়োজনই বা কি ছিল ? এইরূপ ভয়াতুর ব্যক্তিকে ভগবান্‌ বলিয়া স্বীকার করা যায় না ।

২৮ - ভগবান্‌ মামলাবাজও ছিলেন

বাইবেল যিহিষ্টেল ১৭ এ ভগবান্‌ বলিলেন যে - “আর আমি তাহাদের উপর জাল বিস্তার করিয়া দিব এবং তাহারা আমার জালে ফাঁসিতে থাকিবে এবং আমি তাহাদের বাহিলে পৌছাইয়া তাহাদের উপর বিশ্বাসঘাতের মামলা লড়িব, যাহা তাহারা করিয়াছে ” । ২০ ।

সমীক্ষা - ইহা দ্বারা স্পষ্ট হয় যে ভগবান্‌ মামলাবাজও ছিলেন । কিন্তু নির্ণয় প্রদানকর্তা ন্যায়াধীশ তো খ্রীষ্টান ভগবানের অতিরিক্ত অপর কেহ হইয়া থাকিবেন অথবা অন্য কোন বড় ভগবান্‌ ই হইবেন । খ্রীষ্টান ভগবানের মামলাবাজ হওয়া আনন্দদায়ক কথা ।

২৯ - ভগবান্‌ ক্রোধীও ছিলেন

বাইবেল যিশাইয় ৫৪ এ লিখিত আছে যে - “কনিকের জন্য আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু এখন অজ্ঞানতার সহিত আমি পুনরায় তোমাকে রাখিয়া লইব ” । ৭ ।

ক্রোধে বশীভূত হইয়া আমি কনিকের জন্য তোমা হইতে মুখ গিরাইয়াছিলাম, কিন্তু এখন অনন্ত করুণা দ্বারা আমি তোমার উপর দয়া করিব । তোমার মুক্তি প্রদাতা যহোবার ইহাই বাণী । ৮ ।

সমীক্ষা - যে ভগবান ক্রোধে বশীভূত হইয়া ভুল করিয়া থাকে, পুনরায় সেই বিষয়ে অনুতাপ করেন, তিনি ভগবান হইতে পারেন না। ক্রোধ এক দুর্বলতা, যাহা ভগবানের উপরেও প্রভাবী ছিল।

৩০ - ঈশা ও যহোবা মদিরা পান করাইয়া লোকেদের মুখ বানাইতেন

বাইবেল যিশাইয় ২৫ এ লিখিত আছে যে - সৈন্যদিগের সদাপ্রভু এই পর্বতের উপর সকল দেশীয় লোকেদের লইয়া এমন ভোজ্য করিবেন যেখানে নানা প্রকারের স্নেহ জাতীয় ভোজ্যদ্রব্য এবং নিমলীকৃত দ্ব্যাকারস থাকিবে, উত্তমোত্তম স্নেহ জাতীয় ভোজন এবং অত্যন্ত নিমলীকৃত দ্ব্যাকারস থাকিবে। ১৬।।

বাইবেল যোহনা ২ এ লিখিত আছে যে যীশু তাহারে বলিলেন - "কলসিতে জল ভর্তি করিয়া মাও, সুতরাং তিনি কলসির মুখ পর্যন্ত জল ভর্তি করিয়া দিল"। ৭।।

তখন তিনি কহিলেন - "এখন বাহির করিয়া ভোজ্য প্রধানের নিকট লইয়া যাও"। ৮।।

এরপরে বাইবেলে লিখিত আছে যে - ঐ সকল লোক সেই জলকে ভোজ্য প্রধানের কাছে লইয়া গেল, তখন ভোজ্য প্রধান ঐ জলের স্বাদ গ্রহণ করিয়া দেখিল, যাহা দ্ব্যাকারসে পরিণত হইয়াছিল। ৯।।

যদ্যপি বাইবেল হোশেয় ৪ এ লিখিত আছে যে - বেশ্যাগমন ও দ্ব্যাকারস এবং ভাঙা দ্ব্যাকারস - এই তিন মনুষ্য বুদ্ধিকে ভ্রষ্ট করিয়া দেয়। ১১।।

সমীক্ষা - ইত্যাদি প্রমাণ হইতে স্পষ্ট হইয়া যায় যে খ্রীষ্টান ভগবান এবং মশীহ নিমন্ত্রণে লোকেদের মদিরা পান

করাইয়া পাগল বানাইতেন এবং তাহাদিগের বুদ্ধিকে ভ্রষ্ট করিতেছিলেন।

এইরূপ কুকর্মকারীকে ভগবান, অথবা ভগবানের পুত্র বা উদ্ধারক স্বীকার করাও অল্পবুদ্ধিরই কথা।

৩১ - ঈশা পয়গম্বরদের চোর - ডাকাত বলিয়াছিলেন বাইবেল মোহনা ১০ - এ লিখিত আছে যে - তখন যীশু তাহাদিগকে বলিলেন - আমি তোমাদের সত্যি - সত্যিই বলিতেছি যে আমি মেমসমূহের দ্বার। ১৭।।

যতজন আমার কাছে আসিয়াছে, তাহারা সকলেই চোর এবং ডাকাত, কিন্তু মেমসমূহ তাঁহার একটিও শুনিল না। ১৮।।

সমীক্ষা - নিজের পূর্বে আগত জনসাধারণের মাননীয় নহাপুরুষদের এবং পয়গম্বরদেরকে চোর, ডাকাত বলিয়া গালমন্দ করা ভগবানের পুত্র হওয়া ঈশা মসীহকে কি শোভা দেয়? ইহাও চিন্তা বিষয়।

।। ইতি ৩৩ম।।